সংবাদ

তারিখ ... 11 APR 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ১ ...

সরকারি কলেজে শিক্ষক সঙ্কট এবং ঘুষ ও তদবিরে বদলি

সারাদেশে ২৫১টি সরকারি কলেজে ২ হাজার শিক্ষকের পদ খালি আছে বলে খবরে প্রকাশ। এর মধ্যে ৪৭টি কলেজে অধ্যক্ষ এবং ৫৫টিতে উপাধ্যক্ষের পদ খালি আছে। উপজেলা পর্যায়ে সরকারি কলেজে ইন্টারমেডিয়েট ক্লাসগুলোতে ছাত্রছাত্রী আশঙ্কাজনকভাবে কমে যাচ্ছে বলে বেশ কিছুদিন থেকেই শোনা যাচ্ছে। এর অন্যতম কারণ হলো শিক্ষকস্বল্পতা। এসব কলেজের অনেকগুলোই প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল স্থানীয়দের উদ্যোগে এবং সরকারিকরণ হয় রাজনৈতিক চাপে। এখন এসব কলেজ টিকিয়ে রাখাই কঠিন হয়ে পড়েছে। তেমনি অনেক কলেজে ডিগ্রি ও অনার্স প্রবর্তন করা হয়েছে। তাদের অনেক কলেজের কোন কোন বিভাগে একজন শিক্ষকও নেই। সরকারি কলেজগুলোতে শিক্ষক সঙ্কট নতুন কিছু নয়। এর আগে এ ব্যাপারে বেশ কয়েকবার প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। সরকারি কলেজগুলোতে শিক্ষক সঙ্কট নিরসনে একবার বিশেষ বিসিএস (শিক্ষা) পরীক্ষাও অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু সরকারি কলেজের শিক্ষক সঙ্কট কমেনি। শিক্ষা কর্মকর্তারা বলেন, কলেজগুলোর জন্য উপযুক্ত শিক্ষক পাওয়া কঠিন এবং রিক্রুট করার পর অনেকে পেশা ছেড়ে অন্য পেশায় চলে যান। কলেজের শিক্ষকরা আবার শিক্ষা বিভাগের নানা প্রশাসনিক পদেও চলে যান।

সরকারি কলেজগুলোর শিক্ষক সঙ্কট নিরসন করতে হলে বিশেষ বিবেচনায় আবার শিক্ষক রিক্রুট শুরু করতে হবে। ইন্টারমেডিয়েট পর্যায়ে যেসব উপজেলায় সরকারি কলেজে ছাত্রছাত্রী কমে গেছে, সেসব একাধিক কলেজ একত্রীকরণ করা যেতে পারে। তাতে স্থানীয় এমপিদের কাছ থেকে বাধা এলেও তা উপেক্ষা করতে হবে। শিক্ষক নেই অথচ দু'চারজন ছাত্রছাত্রী নিয়ে কলেজ টিকিয়ে রাখাটা সরকারি অর্থের অপচয়। এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণের সংখ্যা এর নির্ণায়ক হতে পারে। অন্যদিকে এমন অনেক বিষয় আছে, যেগুলোতে শিক্ষক পাওয়া ও ধরে রাখা কঠিন। সে দিকটায় বিশেষ নজর দিতে হবে। দেশে মাস্টার ডিগ্রিধারী বেকারের সংখ্যা বিপুল। এদের মধ্যে মেধাবীদের শিক্ষক পেশায় আকৃষ্ট করার ব্যবস্থা নিতে হবে।

ঘুষ ও তদবিরে শিক্ষকদের বদলি এবং পদোন্নতিতে অনিয়ম ওপেন সিক্রেট। শিক্ষামন্ত্রীর দপ্তরে নাকি প্রতিদিন গড়ে ১০ জন প্রভাবশালী ব্যক্তি তদবির নিয়ে যান। তাদের মধ্যে এমপি ও মন্ত্রীরাও নাকি থাকেন। কিছুদিন আগে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে বদলি পদোন্নতির দরখাস্তে মন্ত্রী-এমপিদের সুপারিশের চিঠি যোগ না করার আদেশ দেয়া হয়েছিল। এটা নাকি এমপি-মন্ত্রীদের অবমাননার শামিল হয়েছিল। অথচ বদলি-পদোন্নতিতে এমপি-মন্ত্রীদের সুপারিশ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জন্য বিব্রতকর। তার মানে অবশ্য এই নয়, শিক্ষকদের বদলি- পদোন্নতিতে ঘুষ তদবির বন্ধ হয়েছে। শিক্ষকরা বলেন, যারা মন্ত্রী, এমপি, এলাকার রাজনীতিবিদ বা আমলাদের দিয়ে তদবির করাতে পারেন অথবা টাকা খরচ করতে পারেন, তারা তাদের পছন্দমতো বদলি এবং পদোন্নতি পান। যেসব শিক্ষক অনিয়ম ও দুর্নীতির মধ্যে বদলি বা পদোন্নতি পান তারা ছাত্রছাত্রীদের সুশিক্ষা দিতে পারবেন কি না সন্দেহ। আরেক দিকে দেখা যায়, শিক্ষা ভবনে যারা কর্মকর্তা পর্যায়ে রয়েছেন তাদের সবাইকে কলেজ থেকেই ডেপুটেশনে নিয়োগ দেয়া হয়। এই শিক্ষকরাই অবস্থার চাপে সরকারি কলেজে শিক্ষকদের নানা ধরনের হয়রানির কারণ হয়ে পড়েন অথবা কেউ কেউ বাড়তি অর্থ উপার্জনের সুযোগ গ্রহণ করেন। সব মিলিয়ে বোধ হয় বলা যায় শিক্ষা ভবন দুর্নীতি ও ঘুষ তদবিরের আখড়া হয়ে পড়েছে। এতে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাই মুখ থুবড়ে পড়ার উপক্রম হয়েছে। এসব থেকে বেরিয়ে আসার উপায় বের করতে হবে।